গাংনীতে ১৭টি অ্যান্টি-ট্যাংক ও ৭৩টি অ্যান্টি-পার্সন মাইন নিষ্ক্রিয় করলো বোম ডিসপোজাল টিম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রাম থেকে ৯৬টি মাইন উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী দল। এর মধ্যে ৭৯টি এন্টি পার্সোনেল মাইন ও ১৭টি এন্টি ট্যাংক মাইন রয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঘটনাস্থল এসব মাইন উদ্ধার করে বেতবাড়িয়া-মধুগাড়ির মাথাভাঙা নদীর পাড়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে নিষ্ক্রিয় করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিটের একটি দল। এসময় পুরো এলাকার বিকট শব্দে কেঁপে উঠে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার দুপুরে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী একটি দল বেতবাড়িয়া গ্রামে ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় তিন ঘন্টা শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান শেষে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উদ্ধার অভিযান শেষ করে। পরে উদ্ধার করা এসব বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম

বেতবাড়িয়া-মধুগাড়ি গ্রামে অবস্থিত মাথাভাঙা নদী পাড়ে নেওয়া হয়। পরে সেখানে সেনাবাহিনীর চৌকস দল উদ্ধার হওয়া মাইন গুলো নিষ্ক্রিয় করলে বিকট শব্দে এঅঞ্চলের এক কিলোমিটার এলাকা বিকট শব্দে কেপে উঠে। এসব তথ্য নিশ্চিত করে গাংনী থানার ওসি তদন্ত শিমুল বিশ্বাস বলেন আমাদের এই উদ্ধার অভিযান আজকের মত শেষ হয়েছে।

নদীর ওপারের তেকালা গ্রামের আরামত হোসেন জানান, মাইনগুলো যখন বিষ্ফোরণ হচ্ছিল তথন আমাদের ঘর বাড়ি কাঁপছিলো।

উল্লেখ্য -গত শনিবার বেতবাড়িয়া গ্রামের কালু মালিথার একটি পরিত্যক্ত জমিতে মাইনসদৃশ কয়েকটি বস্তু দেখতে পান স্থানীয়রা। বস্তুগুলোর কয়েকটিতে ইংরেজিতে MPI 1967 MINE A/PERS ND P2 MK2 লেখা রয়েছে। ওই দিন বস্তুগুলো কর্ডন করে পাহারা দেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র্যাব, পুলিশ ও গ্রাম পুলিশের সদস্যরা।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট পাঠানোর জন্য শনিবার পুলিশ সদর দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সদর দপ্তরের বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। পরে যশোর সেনানিবাসে যোগাযোগ করে বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট পাঠানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে জানতে রোববার সন্ধ্যায় যশোর সেনানিবাসের একটি সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করলে। সূত্রের তথ্যমতে, সেনানিবাস থেকে একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে একটি টিম সোমবার সকালে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। সেই টিম আজকের এই অভিযান পরিচালনা করে।

মাথাভাঙা নদী পাড়ের বাসিন্দা বৃদ্ধ জুলেখা খাতুন বলেন,বাবা এটা এতো বিকট শব্দে বিষ্ফোরণ হয়েছে যে আমার মাটির ঘরের দুটি জ্বানলা খুলে পড়ে গেছে। আর ঘর বাড়ি সব কাপছিলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজুল হক বলেন,আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেখেছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এমন মাইন বিভিন্ন জাইগাই পুতে রাখতো। সেগুলো এমন ভাবে মাটির নিচে পুতে রাখা হতো সেগুলো দেখে বোঝার উপাই ছিলো না। এক একটি ছোট মাইন মানেই এক একটি প্রান। আমাদের বামন্দী এলাকার একজন এই ছোট মাইন বিষ্ফোরণে পা ছিন্ন বিছন্ন হয়ে মারা গিয়েছিলো। আর বড় আকারের মাইন গুলো যুদ্ধ ট্রাংক ধ্বংসের জন্য ব্যাবহার হতো। আজকের এই মাইন বিষ্ফোরণ আবার একাত্তরের কথা মনে করিয়ে দিলো।

বামন্দী গ্রামের বাসিন্দা আমজাদ হোসেন বলেন,স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মেলেটারির পেতে রাখা মিনি মাইনে আমার বাবার পা ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে ছিলো। আমি আমার অন্য চাচাদের কাছ থেকে শুনেছি এমন মিনি মাইন অনেক পুতে রেখে ছিলো এই অঞ্চলে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) শিমুল কুমার জানান, গত ৮ আগস্ট শনিবার সকালে বেতবাড়িয়া গ্রামে মাইনসদৃশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে পুরো এলাকা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। পরে মাইন নিষ্ক্রিয়কারী দলকে জানানো হলে আজ যশোর থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। মাটি খুঁড়ে একে একে ১৭টি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন ও ৭৩টি অ্যান্টি-পার্সন মাইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাইনগুলো গ্রামের পার্শ্ববর্তী টকটি নদীর পাড়ে

নিষ্ক্রিয় করা হয়।

জানা গেছে, বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত আবুল মালিথার ছেলে কাদা মালিথা নিজ জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। এ সময় তিনি মাটির নিচে ধাতব আকৃতির কয়েকটি বস্তু দেখতে পান। পরে আরও খোঁড়াখুঁড়ি করলে একে একে ৫টি ল্যান্ডমাইনের খালি বক্স উদ্ধার হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। পরে স্থানীয়রা গাংনী থানায় খবর দিলে পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে এলাকাটি নিরাপত্তার আওতায় নেয়।

স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন করে এলাকা ঘিরে রাখে।

এসএসসির ফলে মেহেরপুরে শীর্ষে জিনিয়াস-সন্ধানী, সরকারি স্কুলে হতাশা

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে আজ সোমবার।

এবারের ফলাফলে মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ নিজেদের সাফল্য ধরে রেখেছে। তবে জেলার চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফল তুলনামূলকভাবে হতাশাজনক।

মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ৪২ জন জিপিএ-৫সহ মোট ৮৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৫৫ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৭৪ জন জিপিএ-৫সহ মোট ১৫৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৯৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১৯ জন জিপিএ-৫সহ ৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৯৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

অন্যদিকে জেলার চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফলে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২২৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৯ জন জিপিএ-৫সহ ১৮৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৩৯ জন। পাসের হার ৮২ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৬৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২৭ জন জিপিএ-৫সহ ১৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৬৮ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৭৪ দশমিক ২৪ শতাংশ।

গাংনী সরকারি পাইলট বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৫৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে একজন জিপিএ-৫সহ ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২১ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৬৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৭ জন জিপিএ-৫সহ ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২৭ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৫৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৮৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২১ জন জিপিএ-৫সহ ১৪২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৪৪ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৭৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ জন পাশ করেছে, জিপিএ৫ পেয়েছে ২জন, ফেল করেছে ৩ জন পাশের হার ৯১.৪২ শতাংশ।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫১ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৬ জন, ফেল করেছে ২২ জন। পাশের হার ৬৯.৮৬ শতাংশ।

ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৩১ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫ জন। পাশের হার ৮১.৫৭ শতাংশ।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল থেকে ২৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১৮ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার ৭৮.২৩ শতাংশ।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মেহেরপুর সদরে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি

স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাংনীতে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবারও ভালো ফলাফল ধরে রেখেছে। বিপরীতে সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ফলাফল তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

আমঝুপি বালিকা বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হলেন হাসিবুর জামান স্বপন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে হাসিবুর জামান স্বপন মনোনীত হয়েছেন।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুজ্জামানসহ অন্যান্য সহকারী শিক্ষকরা তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, বশির আহমেদ, রাফিউল ইসলাম, ফারাহ হোসেন লিটন, আইয়ুবুর রহমান, নার্গিস চৌধুরী, রকিবুল ইসলাম ও গাজিউর রহমান।

মনোনীত সভাপতি হাসিবুর জামান স্বপন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি। তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং আমঝুপি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া

নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অন্যান্য জেলাও রক্ষা পাবে

খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে মেহেরপুর অনেক আগে থেকেই বিশেষ অবস্থানে আছে। আমি মনে করি, এসপি মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা নেবেন। মেহেরপুরে যদি আমরা অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে শুধু এই জেলা নয়, অনেক জেলাই এর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি। পুলিশের একটি সাইবার ক্রাইম সেল যতটা উন্নত করা যাবে, সেক্ষেত্রে অনলাইন জুয়াসহ অন্যান্য বিষয়গুলো অনেকখানি আমরা সুরাহা করতে পারব।

আজ সোমবার সকালে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। যদি কোথাও ধর্ষণ হয়, আমার ইনস্ট্যান্ট অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামি ধরতে হবে, সে যে দল-মতেরই হোক না কেন। এবং দুই সপ্তাহ বা তারও কম সময়ের মধ্যে কোয়ালিটি চার্জশিট দাখিল করতে হবে। কোনো মতেই নারীদের প্রতি সহিংসতা মেনে নেওয়া যাবে না।

তিনি আরও বলেন, কিশোর গ্যাং বা উঠতি বয়সে যে ছেলেরা মেহেরপুরে অপরাধ করছে, তাদের থানায় ধরে নিয়ে অভিভাবককে ডেকে দরকার হলে মুচলেকায় তাদের ছেড়ে দিতে হবে। অভিভাবকদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো এখানে পুলিশের একার নয়, এখানে সাংবাদিক সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পুলিশের প্রতি নির্দেশনা এটাই আইনশৃঙ্খলা অপরাধমুক্ত করতে পুলিশের যা যা করার, তাই করবে। এখানে দল-মত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে একই আচরণ করবে। এক্ষেত্রে সরকারের কোনো ধরনের ব্যারিয়ার আমাদের মধ্যে নেই। সমাজের কল্যাণের জন্য পুলিশ কাজ করবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কাজ করবে এটাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার চায়। আর এই লক্ষ্যেই আমরা এগোচ্ছি।

জেলা পুলিশ আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস)

মো. জামিনুর রহমান খান, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বেন ইয়ামিন মুক্ত, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, আরটিভির জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রমুখ।

গাংনীতে ল্যান্ডমাইন আতঙ্কে পার ৩২ ঘণ্টা, চরম আতঙ্কে স্থানীয়রা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে ল্যান্ডমাইন সদৃশ বোমা পাওয়ার ঘটনায় ৩২ ঘণ্টা পার হলেও আতঙ্ক কাটেনি স্থানীয়দের।

শনিবার (৮ আগস্ট) মাইনসদৃশ বস্তু পাওয়ার খবরে এলাকায় সাময়িক আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বাড়ছে।

খবর পেয়ে জেলা পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, র্যাব, বিজিবি এবং গ্রাম পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছেন। রাতে বিজিবি, পুলিশ ও গ্রাম পুলিশের সদস্যরা সেখানে পাহারায় ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বোমা ডিসপোজাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এলাকাটি সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। জননিরাপত্তার স্বার্থে এর আগ পর্যন্ত এলাকাটি কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তাঁরা শনিবার সকাল থেকেই চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। নির্ঘুম রাত পার করার পাশাপাশি দীর্ঘ ৩২ ঘণ্টার অপেক্ষায় তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। এমনকি বিষয়টির

সুরাহা কবে নাগাদ হবে, সেটিও তাঁরা জানেন না।

বেতবাড়িয়া গ্রামের ওষুধ ব্যবসায়ী টুটুল আহমেদ বলেন, ‘শনিবার যখন মাইনসদৃশ বস্তুগুলোর দেখা মেলে, তখন থেকেই এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ওই বস্তুগুলো এমন একটি জায়গায় রাখা আছে, যার চারপাশেই ঘনবসতি ও বাজার। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমার ওষুধের দোকানটিও বোমাগুলোর ২০ ফুটের মধ্যে। এ কারণে আমিও দোকানে স্বস্তির সঙ্গে বসতে পারছি না।’

স্থানীয় বাসিন্দা ওমর আলী বলেন, ‘আজ দুদিন হলো বোমা আতঙ্কে আছি। এ যেন সেই স্বাধীনতার সময় ফিরে এসেছে। কখনো বিজিবি, কখনো র্যাব, আবার কখনো পুলিশের আনাগোনা। আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।’

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলেন, ‘শনিবার যখন মাইনসদৃশ বস্তুগুলো জনসম্মুখে আসে, তখন থেকেই এ অঞ্চলে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছি। সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাঁরা খুব আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের দাবি, এগুলো যত দ্রুত সম্ভব অপসারণ করে জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা হোক। আমিও তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাদ্দিস মোরশেদ চৌধুরী জানান, বেতবাড়িয়া গ্রামে মাইনসদৃশ বস্তু পাওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই জননিরাপত্তার স্বার্থে ওই এলাকায় কর্ডন করে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে যতটুকু সংবাদ আছে, বোমা ডিসপোজাল টিম ঘটনাস্থলে এসে সেগুলো উদ্ধার করার পর ওই এলাকা সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।’

মেহেরপুরে জেলা আইন-শৃঙ্খলা

কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (৯ আগস্ট) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

এতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সুত্রধর, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাওসার আলী, সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, গাংনী র্যাব ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার সুদীপ্ত কুমার রায়, পিপি নজরুল ইসলাম, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমীন, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুর রাহীম, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশিদুল হাসান, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, ডা. অলোক কুমার দাস, বন বিভাগের বন কর্মকর্তা এইচ টি হামিম, পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম, জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর হোসেন, মেহেরপুর জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি আনোয়ারুল হক কালু, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইদাতুলন নেসা নয়নসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

সভায় জেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ করে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমন এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখতে

সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মেহেরপুরে অনলাইনে জুয়া খেলার অভিযোগে ৪ যুবক গ্রেপ্তার

মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের মালশাগাড়ি বিল এলাকায় অনলাইনে জুয়া খেলার অভিযোগে চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাতটি মোবাইল ফোন ও পাঁচটি ডেবিট কার্ড জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (৮ আগস্ট) রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা। এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে খোকসা মল্লিকপাড়ার শহিদুলের পুকুরপাড়ে একটি টংঘরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন খোকসা গ্রামের মল্লিকপাড়ার আবুল কাশেমের ছেলে আমির হামজা (১৯), শামীম রেজার ছেলে আবু সামা শিশির (১৯), মোশাদ আলীর ছেলে জাহিদুল ইসলাম (২৫) এবং দোয়াত ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন (২২)।

ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অনলাইন জুয়া খেলার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ডিবি পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় টংঘরের ভেতরে অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে চারজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযানকালে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাতটি মোবাইল ফোন ও পাঁচটি ডেবিট কার্ড উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার হওয়া আলামতগুলো জব্দ করে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার চারজনের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০০৬-এর ১৬, ১৭, ২৫ ও ২৭ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নম্বর-০৮, তারিখ-৮/৮/২০২৬।

পুলিশ জানায়, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে গ্রেপ্তার চারজনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীর রংমহল সীমান্তে ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রবিবার (৯ জুলাই) সকাল ৮ টায় গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ধলা গ্রামের সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ রংমহল বিওপির হাবিলদার মো. দিদারুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়।

এ সময় আন্তর্জাতিক সীমান্তের মেইন পিলার ১৩৭/২-এস থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রংমহল মাঠে মালিকবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকা ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি জানায়, উদ্ধার করা গাঁজার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে ১০টি ল্যান্ডমাইন ও ৫টি বক্স উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে ১০টি ল্যান্ডমাইন ও ৫টি ল্যান্ডমাইনের বক্স উদ্ধার হয়েছে। শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ের বেতবাড়িয়া গ্রামের কালু মালিথার পরিত্যক্ত জমিতে স্থানীয়রা মাইনসদৃশ কয়েকটি বস্তু দেখতে পান। সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত আবুল মালিথার ছেলে কাঁদো মালিথা নিজ জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। এ সময় মাটির নিচে ধাতব আকৃতির কয়েকটি বস্তু দেখতে পান। পরে আরও খোঁড়াখুঁড়ি করলে একে একে মোট ১০টি ল্যান্ডমাইন সদৃশ বস্তু এবং ৫টি ল্যান্ডমাইনের খালি বক্স উদ্ধার হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। পরে স্থানীয়রা গাংনী থানায় খবর দিলে পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে এলাকা নিরাপত্তার আওতায় নেয়।

বামুন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই জহুরুল ইসলাম বলেন,উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলো প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় ল্যান্ডমাইন কি না, নাকি পুরোনো বা নিষ্ক্রিয় বিস্ফোরক,তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ কারণে সাধারণ মানুষকে ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) শিমুল কুমার দাস বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলো পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য বোমা ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে এসে পরীক্ষা করার পরই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে এগুলো ল্যান্ডমাইন কি না?

মেহেরপুরে শিশু আবির হত্যায় দুই কিশোরের কারাদণ্ড

মোবাইল গেম ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রেজোয়ান আল আবির
(১২) হত্যা মামলায় দুই কিশোরকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে দেশের স্মার্টফোন থেকে ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ গেম অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে মিনাপাড়া গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে মোস্তফা আল মুজাহিদকে (১৫) ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং একই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নুহু নবীর ছেলে জুনাইদ ইসলাম হামিমকে (১৪) ৭ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এ ছাড়া দণ্ডপ্রাপ্তদের পরিবারের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে অর্থদণ্ড আদায়ের পর সেই অর্থ নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের জন্য জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার নথি ও স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ২৬ জুন অনলাইন গেমের পাসওয়ার্ড নেওয়াকে কেন্দ্র করে আবিরের সঙ্গে তার দুই বন্ধু মুজাহিদ ও জুনাইদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর জেরে ওই দিন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আবিরকে শ্বাসরোধে হত্যা করে মানিকদিয়া গ্রামের একটি পাটক্ষেতে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়।

হত্যাকাণ্ডের পর আবিরের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মালয়েশিয়াপ্রবাসী বাবার কাছে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে ঘাতকেরা। পরিবার বিষয়টি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ জানালে পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে মুজাহিদ ও জুনাইদকে আটক করে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আবিরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার পরদিন, ২০২১ সালের ২৭ জুন নিহতের মা রোজিনা খাতুন বাদী

হয়ে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানান, ঘটনার সময় দণ্ডপ্রাপ্তরা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় শিশু আইনের আওতায় আদালত সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করেছেন। একই সঙ্গে মোবাইল গেমের এমন ভয়াবহ অপপ্রভাব রোধে বিটিআরসিকে অবিলম্বে ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ গেম অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলায় আসামিপক্ষে শুনানি পরিচালনা করেন সিনিয়র আইনজীবী খন্দকার আব্দুল মতিন।